বাংলা ছোটগল্পে বৈচিত্র্যের সন্ধানে

সম্পাদনা
অরূপ পাল
নিত্যানন্দ দাস

Bangla Chotogolpe Boichitryer Sandhan : Pathaker Dristite
edited by
Arup Pal
Nityananda Das

ISBN 978-93-94618-08-4

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
গুণেন শীল
পত্রলেখা
১০ বি কলেজ রো
কলকাতা ৯
চলভাষ : ৯৮৩১১১০৯৬৩

বর্ণসংস্থাপন
অক্ষরবৃত্ত

মুদ্রণ
ভারতী অফসেট
কলকাতা ১১৮

প্রচ্ছদ
চঞ্চল গুঁই

দাম
৪৫০.০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্প — একটি প্রতিবেদন
রঞ্জিত মজুমদার ৬৬

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' : একটি সামগ্রিক বিশ্লেষণ
অনিন্দিতা সাহা ৭৫

'পুঁইমাচা' গল্পে প্রকৃতি ও মানবের মেলবন্ধন
ড. কল্যাণী দাশগুপ্ত ৮২

সমাজের অন্ধকারগ্রস্থ ও বাস্তবিক মননের দর্পণ: জগদীশ গুপ্তের দুটি গল্প
অপর্ণা দাস ৮৪

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেঘ-মল্লার': একটি বহুমাত্রিক আলোচনা
দেবলীনা নাথ ৮৯

শাবলতলার মাঠ : একটি পর্যালোচনা
শম্পা রাউৎ ৯৫

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'বেদিনী' গল্পের একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন
অনামিকা চক্রবর্তী ৯৮

বনফুলের 'দুধের দাম' : একটি বহুমাত্রিক পাঠ বিশ্লেষণ
ড. তাপসী গুপ্ত ১০৭

বনফুলের 'স্মৃতি' গল্প : আধুনিকতার অভিঘাতে ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণা
সুব্রত রায় ১১৩

বিরজুর মা : একটি বিশ্লেষণী পাঠ
সৌরভ সাহা ১১৯

অচিন্ত্যকুমারের 'সারেঙ' : শ্রেণিসংগ্রাম ও জীবনসংগ্রামের আলেখ্য
বাসব দাস ১২৮

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের নামকরণ
অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৩৫

'ইনসাফ কোথায়' : সৈয়দ মুজতবা আলীর 'নোনাজল' অবলম্বনে একটি অন্বেষণ
অদিতি রায় ১৩৮

অচিন্ত্যকুমারের 'সারেঙ' : শ্রেণিসংগ্রাম ও জীবনসংগ্রামের আলেখ্য

বাসব দাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর নাম শুনলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা যুগের কথা। যে যুগ ছিলো "উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।"[১] এই আলোড়নের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে অচিন্ত্যকুমারের রচনায় উঠে এসেছে নিপীড়িত মানুষের কথা, অতি সাধারণ বৃত্তিজীবী মানুষের কথা। 'সারেঙ' গল্প তার অন্যতম। 'সারেঙ' গ্রন্থে দশটি গল্প স্থান পেয়েছে। যার প্রথম গল্পের শিরোনাম হলো সারেঙ। গ্রন্থের প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ হলেও এই গল্পগুলির রচনাকাল ১৩৫২ থেকে ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ বা ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৬ খ্রিঃ। এই গল্পগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন কবি বিষ্ণু দে'র উদ্দেশে। বিষ্ণু দে'র কবিতাতেও রোমান্টিক সৌন্দর্যাভিলাষের পরিবর্তে কঠোর বাস্তবতা উঠে এসেছে। ফলে 'সারেঙ' গল্পগ্রন্থের উৎসর্গ ইঙ্গিতপ্রদ।

'সারেঙ' কথাটি ফারসি 'সরহঙ্গ' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো স্টিমার বা জাহাজের প্রধান মাঝি বা নাবিক। এ গল্পে কেবলমাত্র সারেঙ প্রাধান্য পায়নি। সারেঙের থেকে গুরুত্ব লাভ করেছে নাসিম। আসলে সারেঙ কেউ কখনো একদিনে হয় না। সারেঙ হলো একটি দায়িত্বের নাম। সারেঙ হলো সংগ্রামের ইতিহাসকে অতিক্রম করে আসা সাফল্য লাভের একটি পদের নাম। সকলের স্বপ্ন থাকে সারেঙের সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করার। কিন্তু দায়িত্ববোধ ও বুদ্ধিমত্তার মিশ্রণ সকলের চরিত্রে থাকে না। তাই সারেঙ হওয়ার স্বপ্ন অনেকক্ষেত্রে অপূর্ণই থেকে যায়। পদমর্যাদার দিক থেকে সারেঙ অনেক উঁচুতে অবস্থান করায় অধঃস্তন কর্মচারীদের দ্বারা তার নাম উচ্চারিত হয়নি। তাই সে সারেঙ নামেই পরিচিত। এই গল্পের সমাপ্তি হয়েছে ভবিষ্যতে নাসিমের সারেঙ হবার সম্ভাবনা দিয়ে। সারেঙের জীবন অপেক্ষা নাসিমের জীবনসংগ্রাম গুরুত্ব পেয়েছে এই গল্পে। সারেঙের নিবাস চট্টগ্রামে—এটুকুই তার পরিচয় জানা যায়। কিন্তু তার পরিবারের বিবরণ পাওয়া যায় না। সারেঙের মুখেও নিজ পরিবারের কোনো কথা উঠে আসেনি। তার ধ্যান, জ্ঞান একমাত্র স্টিমার। আবার হয়তো নিজের পদের উচ্চতা রক্ষার্থে সে